মুসলিমদের কভিড -১৯ হ্যান্ডবুক

একটি নির্দেশিকা কিভাবে একজন মানুষ ইসলামিক নিয়ম অনুশীলন করে কভিড-১৯ মহামারীটি মোকাবেলা করবে

সিনিয়র উলামাগণের এবং মেডিকেল ডাক্তারের পরামর্শক্রমে প্রকাশিত

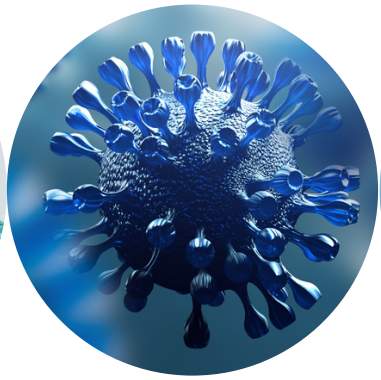

SPIRITUAL ANTIDOTE

সুচিপত্র

সূচনা

৩ সূচনা

৪ সোনালী সময়

প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা

৫-৭ আধ্যাত্মিক সুরক্ষা

৮ ব্যবহারিক সক্রিয় ব্যবস্থা

লক্ষণ দেখা দেয়া

৯ লক্ষণ দেখা গেলে যে পদক্ষেপগুলো নিতে হবে

১০ ইতিবাচক হন এবং আল্লাহর সাথে সংযুক্ত হন

১১ অসুস্থ হলে তেলাওয়াত করার জন্য নবী (ﷺ) দুআ ও রুকিয়া

১২ লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিদের সহায়তা করা

লক্ষণগুলো যখন খারাপ আকার ধারণ করবে

১২ হাসপাতালে যাওয়ার আগে

১২ তিনটি প্রধান পদক্ষেপ নেওয়া

১৩-১৪ পূর্ণরূপে তাওবা করা

১৫-১৬ অসুস্থ্য ব্যক্তির দোয়া

১৭-১৯ আপনাকে আল্লাহ সম্পর্কে ইতিবাচক চিন্তাভাবনা করতে সক্ষম করার জন্য নির্দেশনা

হাসপাতালে থাকাবস্থায়

২০ হাসপাতালে করণীয়

২০ অসুস্থতা থেকে সেরে উঠলে

২০ সংকটপূর্ণ পরিস্থিতির সময়

২০ একাকী সময়ে

২১ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর গুরুত্ব

মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত

২২-২৪ আপনি যখন সংবাদটি শুনবেন তখন প্রথম পদক্ষেপগুলি

২৫ শোকার্ত মানুষের সাহায্য করা

কাফন-দাফন এর প্রক্রিয়া

২৬ মৃতের গোসল

২৬ কাফন

২৭-২৮ জানাযার নামাজ

২৯ দাফন

২৯ দাফনের পর

দাফনের পর

৩০ কবরস্থান জিয়ারত করা

৩০ শেষ কথা

সূচনা

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ তায়ালার নামে।

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই। আমরা আল্লাহ তালার সাহায্য, বরকত এবং দিক নির্দেশনা চাই। আল্লাহ আপনি পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) কে বরকত দান করুন, তার মর্যাদা সুউচ্চ করুন, তাকে সম্মান দান করুন এবং নিরাপদে রাখুন।

সম্প্রতি মহামারী করোনা ভাইরাস বিশ্বজুড়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে, যা মানুষের জীবনকে একেবারে বদলে দিয়েছে। মুসলিম সমাজও এর বাইরে নয়, তারাও নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আসছে।

এই পুস্তিকাটি লেখার সময় আমরা আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে সম্প্রদায়কে আশাবাদী করে তুলতে এবং সঠিক ইসলামিক নীতি ও জ্ঞানের ভিত্তিতে ব্যবহারিক পরামর্শ প্রদান করতে প্রচেষ্টা করছি।

এই পুস্তিকাটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল:

- এই সময়টিতে আমাদের ঈমানকে মজবুত করা এবং আল্লাহ তায়ালার সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক তৈরা করা।

- নিজেদের এবং আপনজনদের সকল পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য আমাদের সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিশ্চিত করা।

আল্লাহ তা'আলা যেন এই সময়টিকে তাঁর আরো ঘনিষ্ঠ হওয়ার মাধ্যম বানিয়ে দেন। তিনি যেন আমাদেরকে, আমাদের প্রিয়জনদেরকে এবং বৃহত্তর জাতিকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন। অবশেষে, যারা ইন্তেকাল করেছেন আমরা আল্লাহর কাছে সবার মাগফিরাত এবং রহমত কামনা করি।

সোনালী সময়

নবী করীম (ﷺ) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি তার অঞ্চলে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ার সময়ে ধৈর্য্য ধারণ করে, সাওয়াবের আশায় থাকে এবং পূর্ণ বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ তার ভাগ্যে যা লিখেছেন এর বাইরে কিছুই ঘটবে না; তবে সে শহীদের মর্যাদা লাভ করবে।."

[সহীহ আল-বুখারী (৩৪৭৪)]

* অনেক ওলামা বলেছেন যে মহামারীটি প্লেগের অধীনেই আসে। আমরা আশা করি যে আল্লাহ তাঁর মহান উদারতা থেকে যারা এই শর্তগুলি অনুসরণ করেন তাদের প্রতিদান দেন যেমন তিনি মহামারীতে আক্রান্তদের প্রতিদান দেবেন।

এই মহৎ প্রতিদান পেতে একজন ব্যক্তির করণীয়ঃ

১।নিজ এলাকায় অবস্থান করা

২।ধৈর্য্য ধারণ করা

৩।আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার খোঁজা

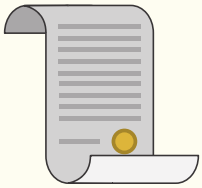

৪।আল্লাহ তায়ালা যা নির্ধারণ করেছেন এর বহির্ভূত কিছু ঘটবে না; অন্তরে এ বিশ্বাস রাখা

এ হাদীসে তিন ধরণের মানুষের কথা বলা হয়েছেঃ

যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেছে

যে ব্যক্তি রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেছে

যে ব্যক্তি একবারে কোন রোগে আক্রান্ত হয়নি

[ফাতহুল বারি (১/৫৩৮)]

প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা
আধ্যাত্মিক নিরাপত্তা

ঠিক সময়ে ফজরের নামাজ আদায় করা

নবী করীম (ﷺ) বলেছেন: "যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ সময় মত আদায় করে, সে আল্লাহ তায়ালার জিম্মায় থাকে।"

[সহীহ মুসলিম] (৬৫৭)]

দুহার নামাজ আদায় করা

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন: "হে আদম সন্তান: দিনের শুরুর ভাগে আমার জন্য চার রাকাত (দোহার নামাজ) আদায় কর; অবশিষ্ট অংশের জন্য আমিই তোমার জন্য যথেষ্ট হব।"

[আত্-তিরমিযি (৪৭৫) এবং আয্-যাহাবী আশ-শিয়ার (৮/৩২৩) এ সহীহ বলেছেন]

বি.দ্র: দুহার সময় সূর্যোদয়ের পরে শুরু হয় এবং যোহর নামাজ সময় শুরু হওয়ার ১০ মিনিট পূর্বে শেষ হয়। এটি দুই রাকাত বা চার রাকাত একসাথে আদায় করা হয়।

বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় দোয়া

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ،وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লাহ, ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ

আল্লাহর নামের সাথে আমি আল্লাহর উপর আমার ভরসা রেখেছি এবং আমি তাঁর উপর নির্ভর করি, (আল্লাহর সাহায্য) ব্যতীত কোন ভালো কাজ করা বা মন্দ কাজকে প্রতিরোধ করার শক্তি কারো নেই এবং তার ইচ্ছায়ই সব হয়।

"যে কেউ এই দু'আ পড়বে, তাকে বলা হবে, 'আপনাকে পথপ্রদর্শন করা হয়েছে, আপনি যথেষ্ট হয়ে গেছেন (যেমন আপনার প্রয়োজনের দ্বায়িত্ব নেওয়া হয়েছে), আপনি সুরক্ষিত হয়েছেন' এবং শয়তান অনেক দূরে চলে যাবে আপনার কাছ থেকে।"

[আবু দাউদ, (৫০৯৫) এবং জাদ আল-মা'আদে ইবনে আল কায়েম কর্তৃক অনুমোদিত (২/৩৩৫)]

সুরক্ষার জন্য দোয়া

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ

আল্লাহুম্মা ইন্নি আ'উযুবিকা মিন জাওয়ালি নি'মাতিক, ওয়া তাহাওউলি 'আফিয়াতিক,ওয়া ফুজাআতি নিকমাতিক,ওয়া জামিয়ি সাখাতিক।

হে আল্লাহ, আমি আপনার দেয়া নেয়ামতের পতন হইতে, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার অধ:পতন হইতে, আপনার আকষ্মিক প্রতিশোধ হইতে এবং যাবতীয় অসন্তোষ হইতে আপনার সাহায্য এবং আশ্রয় চাইতেছি।

[সহিহ মুসলিম (২৭৩৯)]

প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা
আধ্যাত্মিক নিরাপত্তা

রোগ থেকে রক্ষার জন্য দোয়া

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ

আল্লাহুম্মা ইন্নী ‘আউযুবিকা মিনাল বারাছি, ওয়াল জুনুনি, ওয়াল জুযামি, ওয়া মিন সায়্যিল আসক্বাম।

হে আল্লাহ, অবশ্যই আমি তোমার নিকট ধবল, উন্মাদ, কুষ্ট রোগ এবং সকল প্রকার কঠিন ব্যধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

[আবু দাউদ (১৫৫৪) এবং আল-আদকারে আন-নওয়াভি কর্তৃক অনুমোদিত (পৃষ্ঠা ৪৮৩)]

দুর্যোগ থেকে রক্ষার জন্য দোয়া

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوْءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ

আল্লাহুম্মা ইন্নি 'আউজুবিকা মিন ঝাহদিল বালায়ি ওয়া দারকিশ শাক্বায়ি ওয়া সুয়িল ক্বাদায়ি ওয়া শামাতাতিল আ'দায়ি।

হে আল্লাহ, বালা মুসীবতের কঠোরতা, দুর্ভাগ্যে নিপতিত হওয়া,
নিয়মিত অশুভ পরিণাম এবং দুশমনের খুশী হওয়া থেকে পানাহ চাই।

[সহিহ আল বুখারী (৬৩৪৭)]

ইউনূসের (আ.) দোয়া

لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জোয়ালিমীন

আপনি ব্যতীত উপাসনার যোগ্য আর কেউ নেই, আপনি নিখুঁত এবং কোনরকম ঘাটতির উর্ধ্বে, নিশ্চয় আমি অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

নবী করীম (ﷺ) বলেছেন: "যে কোনো মুসলিম যে কোনো ব্যাপারে আললাহর কাছে এই দোয়া পড়লে তিনি অবশ্যই তা কবুল করবেন।"

[সূরা আল- আম্বিয়া: ৮]] এবং [আত-তিরমিযী (৩৫৫৫) এবং আল-ফুতুহাত আর-রাবানিয়্যাহ (৪/১১) এ ইবনে হাজরের দ্বারা অনুমোদিত]

প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা
আধ্যাত্মিক নিরাপত্তা

সকাল ও সন্ধ্যায় তেলাওয়াত করা জন্য দোয়া

সকালের পড়ার সময়টি ফজর ও সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময় এবং সন্ধ্যার পড়ার সময় হ'ল 'আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ

বিসমিল্লাহিল্লাজি লা ইয়াদুররু মাআসমিহি শাইউন ফিল আরদি ওয়া লা ফিস সামায়ি ওয়া-হুয়াস সামিউল 'আলিম।

যখন আল্লাহর নামগুলো ডাকা হয় তখন পৃথিবী বা জান্নাতে কোন ক্ষতি হতে পারে না এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

"যে সকালে ও সন্ধ্যায় এটি তিনবার পাঠ করে, কিছুই তার ক্ষতি করে না।"

[আত-তিরমিযী (৩৩৮৮) ও তাঁর দ্বারা অনুমোদিত]]

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي، وَمَالِي، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي،وَآمِنْ رَوْعَاتِي،اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي،وَعَنْ شِمَالِي،وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي

আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল 'আফিয়্যাতা ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল 'আফওয়া ওয়াল 'আফিয়্যাতা
ফী দীনী ওয়া দুনইয়ায়া, ওয়া আহলী ওয়া মালী। আল্লাহুম্মাস তুর 'আউরাতী ওয়া আমিন রাউ'আতী। আল্লা-হুম্মাহ্ ফাযনী মিন বাইনি ইয়াদাইয়্যা ওয়া মিন খালফী, ওয়া 'আন ইয়ামীনী ওয়া 'আন শিমালী, ওয়া মিন ফাউক্বী। ওয়া আ'ঊযু বি 'আযামাতিকা আন উগতালা মিন তাহ্তী

হে আল্লাহ, দুনিয়া ও আখেরাতে আমাকে মঙ্গল ও সুরক্ষা দান করুন। হে আল্লাহ, আমার দুর্বলতাগুলি মার্জনা করার জন্য, আমাকে ক্ষমা করার জন্য এবং আমার বিশ্বাস, আমার পার্থিব বিষয়ক, আমার পরিবার ও আমার সম্পদের নিরাপত্তা, সুরক্ষা, মঙ্গল এবং আশ্রয় দেওয়ার জন্য আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি । হে আল্লাহ, আমার দোষ ও ঘাটতিগুলি গোপন করুন এবং আমাকে সেই বিষয় থেকে রক্ষা করুন যা আমাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। হে আল্লাহ, আমার সামনে যা আছে তা থেকে এবং আমার পেছনের দিক থেকে, আমার ডান এবং বাম দিক থেকে এবং আমার উপরে থেকে আমাকে রক্ষা করুন এবং আমি অপ্রত্যাশিতভাবে আক্রান্ত হওয়া বা অসুস্থ হওয়া থেকে আমি আপনার মহিমাতে সুরক্ষা চাই।

সকালে একবার এবং সন্ধ্যায় একবার তেলাওয়াত করতে হবে।

[আবু দাউদ (৫০৭৪) এবং আল-আদকারে আন-নওয়াভি কর্তৃক অনুমোদিত (পৃষ্ঠা ১১১)]

প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা

ব্যবহারিক কার্যকরী ব্যবস্থা

১। রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন জায়গা বর্জণ করুন ।

ঘরে থাকুন

২। একান্ত প্রয়োজন না হলে বাইরে যাবেন না ।

- একান্ত প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে হলেও ঘরেই থাকুন যত বেশি সম্ভব ।

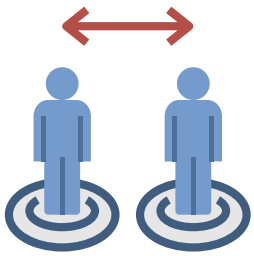

৩। সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার চর্চা

- যদি প্রয়োজনীয় কোন জিনিস অন্যের কাছে পৌছে দিতে হয়, তবে কিছু স্পর্শ না করে সেটি তাদের ঘরের দরজায় রেখে দিন।
- ঘরের বাইরে থাকাবস্থায় সবসময় অন্যদের থেকে ২ মিটার দূরে থাকুন।

ঘরের বাইরে বের হলে...

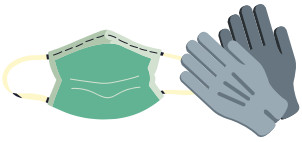

১। সুরক্ষামূলক সামগ্রী পরিধান করুন এবং এটিকে নিরাপদ উপায়ে নষ্ট করে ফেলুন।

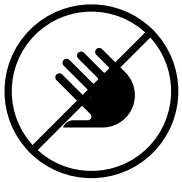

২। আপনার মুখ, চোখ কিংবা নাক স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুন।

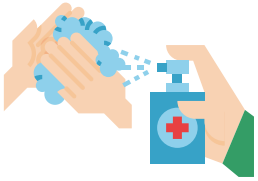

৩। আপনার হাত সাবান এবং পানি দিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলুন ।

লক্ষণ দেখা দেয়া

লক্ষণ দেখা গেলে যেসকল পদক্ষেপ নিতে হবে

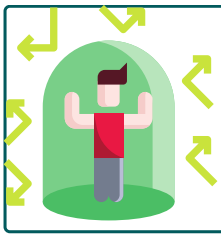

স্ব-বিচ্ছিন্ন!

যদি আপনার কিংবা আপনার প্রিয়জনের মধ্যে রোগের কোন লক্ষণ দেখা দেয়,তাহলে রোগের বিস্তার বন্ধ করতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা গুরুত্বপূর্ণ।

সেল্ফ-আইসোলেশনে করণীয়...

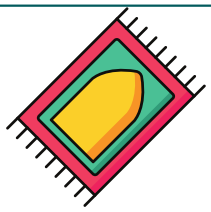

অতিরিক্ত নামাজ আদায় করুন

কুরআন তেলাওয়াত করুন

ইসলামীক ওয়াজ শুনুন

অনুধাবন করা / সাময়িক পত্রিকা দেখা

আল্লাহকে স্মরণ করুন এবং দোয়া করুন

ভাল বই পড়ুন

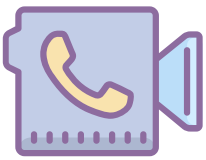

পরিবারের সাথে যোগাযোগ রাখুন

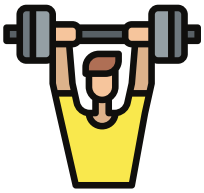

ব্যায়াম করুন

অনলাইনে একটি নতুন স্কিল শিখুন

শরীরে পানির স্তর ঠিক রাখতে এবং বিশ্রাম নিতে ভুলবেন না

আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা রাখুন, হেল্থকেয়ার কর্মীদের নির্দেশনা মেনে চলুন এবং আপনার যদি জরুরী সাহায্য প্রয়োজন হয় তবে ভয়ের কারনে সাহায্য চাইতে দেরি করবেন না।

লক্ষণগুলো দেখা দিলে

আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ুন

আল্লাহর ভালবাসার নিদর্শন:

নবী করীম (ﷺ) বলেছেন: "যখন আল্লাহ যাদের ভালবাসেন, তখন তিনি তাদের বিভিন্ন দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করেন।

[আত-তিরমিযি (২৩৯৬) এবং ইবনে মুফলিহ আল-আদাব আশ-শারিয়াহ (২/১৮১)] গ্রন্থে এটিকে সহীহ বলেছেন]

নিশ্চয়ই আল্লাহ জান্নাতে আপনার জন্য একটি বিশেষ মর্যাদা রেখেছেন যা জন্য আপনার অপেক্ষা করছে।

নবী করীম (ﷺ) বলেছেন: "...নিশ্চয়ই একজন ব্যক্তির আল্লাহর কাছে (বিশেষ) মর্যাদা রয়েছে যা সে সৎকর্মের মাধ্যমে অর্জন করতে পারছে না তাই আল্লাহ তাকে ক্রমাগত সেসব জিনিসের মাধ্যমে পরীক্ষা নিতে থাকেন যা সে অপছন্দ করে যতক্ষণ না সে তা অর্জন করে।

[সহীহ ইবনে হিব্বান (২৯০৮) আয-যাওয়াহির (১/১৬৪) গ্রন্থে আল-হাইসামী সহীহ বলেছেন]

পরকালে, অনেকেই আফসোস করবে, যদি তাদেরকেও দুনিয়াতে পরীক্ষা দেয়া হত।

নবী করীম (ﷺ) বলেছেন: "পরকালে, দু:খ কষ্টে জর্জরিত জীবন কাটানো মানুষের মহতী পুরষ্কার দেখে, যারা নিরাপদ, সুস্থ্য, সুরক্ষিত, কল্যাণ এবং নিরাপত্তায় জীবন কাটিয়েছিল তারা আফসোস করে বলবে, হায়! আমাদের চামড়া যদি কাঁচি দিয়ে কেটে যেত!

[আত-তিরমিযি ও আল জামি আস-সগীর (৭৭২১) গ্রন্থে সহীহ বলেছেন]

লক্ষণগুলো দেখা দিলে

অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী করীম (ﷺ) এর নির্দেশিত কিছু দোয়া

সুরা আল-ফাতিহা পাঠ করুন

সূরা আল-ফাতিহা একটি রুকিয়া (চিকিৎসা এবং নিরাময়)

[সহীহ আল-বুখারী, (২২৭৬)]

অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভের দোয়া

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

আল্লাহুম্মা রাব্বান-নাস আজহিবিল বা'স, ওয়াশফি আনতাশ-শাফি, লা শিফায়া ইল্লা শিফাউক শিফায়ান লা য়ুগাদিরু সাকামা

ব্যথা দূর করুন, অস্বস্তি দূর করুন, হে মানবজাতির পালনকর্তা! এই যন্ত্রণা নিরাময় করুন কেননা আপনিই তো নিরাময় করেন। আপনার দয়া করা ব্যতীত আর কোনও নিরাময় নেই, এমন একটি নিরাময় দান করুন যাতে কোন ব্যথা বা অস্বস্তি বাকি না থাকে।

[সহীহ আল-বুখারী, (৫৩৫১)]

ব্যথা উপশমের জন্য দোয়া

بِسْمِ اللَّهِ

বিসমিল্লাহ

আল্লাহর নামে শুরু করছি, তাঁর সাহায্য, তাঁর নিয়ামত ও তাঁর সুরক্ষা প্রার্থনা করি

যেখানে আপনার ব্যথা অনুভূত হয় সেখানে হাত রাখুন এবং আরবিতে ৩ বার পাঠ করুন।

أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

আ'উজু বিল্লাহি ওয়া ক্বুদরাতিহি মিন সাররি মা আঝিদু ওয়া উহাযির

আমি যে ক্ষতি অনুভব করি এবং যা আমাকে অশান্তি দেয় তা থেকে আমি আল্লাহর কাছে তাঁর শক্তি দিয়ে সুরক্ষা চাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: যেখানে আপনার ব্যথা অনুভূত হয় সেখানে হাত রাখুন এবং আরবীতে ৭ বার পাঠ করুন।

[ছহীহ মুসলিম, (২২০২)]

লক্ষণগুলি দেখা দিলে

যেভাবে সাহায্য করবেন

১। আল্লাহর কাছে তাদের সুস্থতা কামনা করুন

২। অন্যদেরকে তাদের জন্য দোয়া করতে বলুন*

* আন-নববী এর অনুমতির ব্যাপারে ঐক্যমত্য প্রকাশ করেছেন [ইমাম নববী কর্তৃক রচিত আল-আযকার (পৃষ্ঠা ৬৪৩)]

৩। আল্লাহ তাদেরকে সুস্থ করে দিবেন এই আশায় দান সদকা করা (খাবার, পোষাক ইত্যাদি দান করা)।

[সহীহ মুসলিম (৭০১)]

৪। নিজের এবং অন্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, যে কোন উপায়ে সম্ভব তাদের সাহায্য করুন।

৫। পূর্ণ আশাবাদ এবং প্রত্যাশা দিয়ে তাদের মন ভাল রাখুন

লক্ষণগুলো যখন খারাপ আকার ধারণ করবে

হাসপাতালে যাওয়ার পূর্বে

তিনটি মৌলিক পদক্ষেপ

অপ্রস্তুতের চেয়ে অতিরিক্ত প্রস্তুত হওয়া সর্বদা ভাল। এ সময়ে সঠিক সতর্কতা গ্রহণ করতে পারলে, অসুস্থ ব্যক্তি আনন্দের সাথে ঘর ত্যাগ করতে পারবে।.

১। পরিবারকে ছাড়ার সময় আপনার তাদের জন্য যদি কোনও বিদায়ী পরামর্শ থাকে তবে তা করুণ।

২। পরিপূর্ণ তাওবা করে নিন (বিস্তারিত পরবর্তী পাতায় দেয়া আছে)

৩। আপনার পরিবারের সদস্যদের দিয়ে আপনার কোন ইচ্ছা পূরণ করার মত থাকলে সেটি তাদেরকে বলুন। উদাহরণ স্বরূপ উইল করুণ।

লক্ষণগুলো যখন খারাপ আকার ধারণ করবে তখন পরিপূর্ণ তাওবা করা

সাধারণ তাওবা

সাধারণ তাওবার দ্বারা সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়, এমনকি যদি সে আলাদাভাবে প্রতিটি গুনার কথা স্মরণ করতে নাও পারে, যতক্ষন :

১. কোন গুনাহের কথা মনে পড়বে, সে তখন সে গুনাহ থেকে তাওবা করবে।
২. গুনাহের প্রতি তার কোন ঝোক কিংবা সম্পর্ক থাকবে না।
-ইবনে তাইমিয়া

[আল-ফাতওয়া আল-কোবরা (৫/২৭৯)]

তাওবার দুটি অংশ আছে:

১) আল্লাহর হকের অধিকারের শর্তসমূহ:

১। আল্লাহর প্রতি আন্তরিক হতে হবে

২। গুনাহের কাজ ছেড়ে দিতে হবে

৩। গুনাহের জন্য অনুশোচনা করা

৪। গুনাহ পুনরায় না করার লক্ষ্যে স্থিরসঙ্কল্প করা

৫। রুহ তুলে নেওয়ার ফেরেশতা আসার পূর্বে

[ইমাম নববীর শারহ মুসলিম (৯/২০-২১), আল-মাদারিজ (১/১৯২) ও তাফসির ইবনে কাসির (২/২৩৬)]

লক্ষণগুলো যখন খারাপ আকার ধারণ করবে তখন পরিপূর্ণ তাওবা করা

২) সৃষ্টিকুলের হক/অধিকারসমূহ

এই অংশে, উপরিউক্ত পাতায় উল্লেখিত শর্তাবলীসহ আরো যুক্ত হবে, নিম্নোক্ত দুই বিষয়ের/ শ্রেনীর কোনোটিতে যদি আপনি কারো সাথে অন্যায় বা ভুল করে থাকেনঃ

সম্পত্তি:

- যদি আপনি কারোর কাছ থেকে কিছু দখল করে কিংবা কর্জ নিয়ে থাকেন, তবে আপনাকে সেটি অবশ্যই ফিরিয়ে দিতে হবে।
- যদি সেটি এখন আর আপনার কাছে না থাকে, তবে এর সমমানের আরেকটি ফিরিয়ে দিন।
- সমমানের আরেকটিও ফিরিয়ে দেয়া যদি সম্ভব না হয়, তবে বাজার দর হিসেবে এর মূল্য ফিরিয়ে দিন।
- যদি উক্ত ব্যক্তি ইন্তেকাল করে থাকে, তবে এটি তার উত্তরাধিকারীদেরকে দিন।
- যদি কোনভাবে উক্ত ব্যক্তি বা তার উত্তরাধিকারীদের সাথে যোগাযোগ করা না যায়, তবে এর মালিকের নামে দান করে দিন (যদি সে মুসলিম হয়)।
- যদি সে অমুসলিম হয়, তবে এটি দান করে দিন (কিন্তু তখন এটি আর মালিকের নামে করা যাবে না)।

সম্মান

- আপনি যাদের সাথে খারাপ আচরণ করেছেন শারীরিকভাবে কিংবা মন্দকথার দ্বারা, তাদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে, যেমন, গালি দেয়া, অপবাদ দেয়া, পরনিন্দা করা
- সরাসরি সে ব্যক্তির কাছে ক্ষমা চাওয়াই উত্তম।
- এছাড়াও, সে ব্যক্তির জন্য আপনি দোয়া করতে পারেন এবং আল্লাহর কাছে তাদের মাগফিরাত কামনা করতে পারেন যদি:
  ১) সে ব্যক্তি এই ভুল সম্পর্কে অনবহিত হয় / ক্ষমা চাইতে গেলে ক্ষতি হতে পারে
  ২) তাদের সাথে যোগাযোগ করার কোনও উপায় নেই
- যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লোকদের কাছে পাঠানোর জন্য বার্তা বা রেকর্ড বা নোট করুন। আপনি বয়স্ক আত্মীয়দেরকে এটি করতে সাহায্য করতে পারেন, যারা লিখিত বার্তা পাঠিয়ে এ কাজটি করতে চায়।
- নমুনা বর্তা: "আমি বিশ্বাস করি যে, আমি হয়ত আপনার নিন্দা করেছি কিংবা আপনার সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করেছি, তাই আপনি দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন..."

লক্ষণগুলো যখন খারাপ আকার ধারণ করবে

অসুস্থ ব্যক্তির নামাজ

নবী করীম (ﷺ) বলেছেন: "হাশরের দিন সর্বপ্রথম ব্যক্তির নামাজের হিসেব নেয়া হবে। যদি নামাজ ঠিক থাকে তবেই সে সফল হবে, কিন্তু যদি নামাজ ঠিক না থাকে তবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে।

[আত্-তিরমিযি (৪১৩) ও এটিকে ইমাম নববী আল-মাজমু (৪/৫৫) গন্থে সহীহ বলেছেন]

চরম সংকটময় এই সময়টিতেও কেউ যেন নামাজে অবহেলা না করে, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আপনার হাসপাতালের ব্যাগে নিম্নোক্ত জিনিসগুলো নিয়েছেন কিনা নিশ্চিত হোন...

- **স্মার্টফোন (এতে কিবলা এবং নামাজের সময়ের এ্যাপ রাখুন)**

- বয়স্ক রোগীদের স্মার্টফোন ব্যবহার শিখানো উচিত, যেমন, ভিডিও কল করা, ফোন চার্জ করা, নামাজের এ্যাপ ব্যবহার করতে জানা ইত্যাদি.

- **তায়াম্মুমের জন্য পাথর/মাটির খণ্ড রাখা**

- মাটি থেকে নেয়া যেকোন পাথরখণ্ড যথেষ্ট হবে

- **জায়নামাজ, বাথরুমের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, অতিরিক্ত কাপড় এবং স্লিপার নিন।**

ওযু ও তায়াম্মুম

- যদি আপনার কাছে পানি থাকে কিংবা পানি আপনার কাছে পৌছানো সম্ভব হয়, তবে ওযু করুন।

- যদি অক্সিজেন মাস্ক পরিহিত হন আর এটি খোলার অনুমতি না থাকে, তবে ওযুর সময় এর উপর মাসেহ করলেই যথেষ্ট হবে।

নিম্নোক্ত কারণগুলোর এক বা একাধিক কারণ থাকলে, তায়াম্মুম করুন:

- আপনার কাছে পানি নেই।
- আপনি পানির কাছে যেতে পারছেন না।
- পানি ব্যবহার করলে রোগ বেড়ে যাবে কিংবা এর আরোগ্য বিলম্বিত হবে।

তায়াম্মুম করার নিয়ম...

1

তায়াম্মুমের মাটিতে/ পাথরে আপনার দুহাত কচলান

2

অতপর আপনার মুখ মাসেহ করুন

3

তায়াম্মুমের মাটিতে/ পাথরে আবার দুহাত কচলান

4

অতপর উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করুন। তায়াম্মুম এখন সম্পন্ন হয়েছে।

[আস-সুনান আল-কুবরা আল-বৈহাকী (1/206)

লক্ষণগুলো যখন খারাপ আকার ধারণ করবে
অসুস্থ ব্যক্তির নামাজ

কিভাবে নামাজ আদায় করবেন...

স্বাভাবিক হলে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করুন

যদি দাঁড়াতে না পারেন, তবে বসে আদায় করুন

বসতে না পারলে, কিবলার দিকে মুখ করে আপনার সুবিধাজনক যেকোন পার্শ্বে শুয়ে নামাজ আদায় করুন। উভয় পার্শ্ব একই রকম মনে হলে ডান পার্শ্ব হয়ে নামাজ আদায় করা উত্তম।

সেটিও সম্ভব না হলে, চিত হয়ে শুয়ে নামাজ আদায় করুন, (সম্ভব হলে) উভয় পা কিবলার দিকে রাখুন, অন্যথায় যেকোন দিকে রেখে চিত হয়ে শুয়ে নামাজ আদায় করতে পারবেন।

বসে নামাজ পড়লে রুকু এবং সিজদা যেভাবে দিতে হবে...

- রুকু এবং সিজদার সময় আপনার মাথা নোয়ান এবং পিঠ নিচু করুন যদি আপনি সক্ষম হন।
- যদি পিঠ নিচু করতে না পারেন, তবে মাথা নোয়ালেই যথেষ্ট হবে।

শুয়ে নামাজ পড়লে রুকু এবং সিজদা যেভাবে দিতে হবে...

- রুকু এবং সিজদার জন্য আপনার মাথা নিচু করুন।
- নামাজ আদায় করার বেলায় রুকু এবং সিজদায় কিছুটা ভিন্নতা রাখুন- রুকুর তুলনায় সিজদায় মাথা খানিকটা বেশি নিচু করতে হবে উভয় বসা এবং শুয়া অবস্থায়।

লক্ষণগুলো যখন খারাপ আকার ধারণ করবে

আল্লাহ সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা রাখা

এই কঠিন সঙ্কটময় সময়ে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা পোষণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

নবী করীম (ﷺ) বলেছেন:

لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللَّهِ الظَّنَّ

"তোমাদের কেউ যখন মৃত্যুশয্যায়
চলে যায়, তার উচিত আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করা।"

[সহীহ মুসলিম (২৮৭৭)]

উলামাগণ বলেছেন: "আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা রাখার অর্থ হল, তিনি আপনার উপর দয়া করবেন এবং আপনাকে ক্ষমা করে দিবেন এ ধারণা রাখা।"

[Sharh Muslim (17/210)]

আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা রাখতে যেসব বিষয় শক্তি যোগাবে

১। আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাত করতে চাওয়ার উপকারিতা

নবী করীম (ﷺ) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাত করতে পছন্দ করবে, আল্লাহ তায়ালাও তার সাথে সাক্ষাত করতে পছন্দ করবে।"

[সহীহ আল-বুখারী (৬৫০৭) ও সহীহ মুসলিম (২৬৮৪)]]

২। কষ্টের কথা পরিপুর্ণভাবে ভুলে যাবেন

নবী করীম (ﷺ) ইরশাদ করেন:

"হাশর দিবসে এমন এক ব্যক্তিকে ডেকে আনা হবে, যে দুনিয়াতে গ্লানি, যন্ত্রনা, রোগ, নিপিড়ন, অধ:পতন, অপমান এবং দারিদ্রতায় চরমভাবে নিমজ্জিত ছিল, এই ব্যক্তি পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত মানুষ ছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কষ্টে জীবন কাটিয়েছে। তাকে ডেকে এনে একবার জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, এবং তাকে জিজ্ঞেস করা হবে: 'হে আদম সন্তান, তোমার জীবনে কখনও কি তুমি খারাপ কিছু দেখেছো? জীবনে কখনও কোন কষ্টের অভিজ্ঞতা কি হয়েছে?' উত্তরে লোকটি বলবে: 'না, আল্লাহর শপথ, হে আমার প্রভু, আমি কখনও খারাপ কিছু দেখিনি এবং আমি কখনও কোন কষ্টের মুখোমুখি হয়নি।'"

[সহীহ মুসলিম (২৮০৭)]

লক্ষণগুলো যখন খারাপ আকার ধারণ করবে

আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা রাখতে যেসব বিষয় শক্তি যোগায়

৩। যারা পরিপূর্ণভাবে তাওবা করেছে তাদের জন্য, তাদের মৃত্যু হবে সুন্দর এবং একেবারে চিন্তামুক্ত

তারা তাদের পরিবারের যারা ধর্মপ্রাণ ছিলেন তাদের সাথে সাক্ষাতও করবে, যেহেতু এটি নবী করীম (ﷺ) এর প্রথা দ্বারা প্রমাণিত যে, বিশ্বাসীগণের রুহ একে অপরের সাথে সাক্ষাত করে।

[আন-নাসায়ী (১৮৩৩) ও ইবনে তাইমিয়া আল-ফাতওয়া (৫/৪৪৯) গ্রন্থে সহীহ বলেছেন]

৪। কবরে সে যা পাবে

নবী করীম (ﷺ) বলেছেন: " যে মুমিন জান্নাতবাসী হতে চলেছে (সেই ব্যক্তি যে মারা যাওয়ার আগে পুরোপুরি তওবা করেছিল) সে তার কবরে প্রতিদিন সকালে ও প্রতি সন্ধ্যায় জান্নাতে তার স্থান দেখতে পাবে।।

[সহীহ আল-বুখারী (১৩৭৯) ও সহীহ মুসলিম (২৮৬৬)]

৫। কেয়ামতের দিনের জবাবদিহিতা

"নবী করীম (ﷺ) যখন একজন মহিলাকে দেখলেন যে তার সন্তানকে হারিয়ে ফেলেছে, অতপর যখন সে তার সন্তানকে ফিরে পেল, তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাকে খাওয়ালেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন তার সাহাবীগণকে বললেন, 'তোমরা কি মনে কর যে, এই মহিলা তার সন্তানকে আগুনে ফেলে দিতে পারবে?' আমরা বললাম, আল্লাহর কসম সে পারবে না...' আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন, 'এই মহিলা যেমন তার সন্তানের প্রতি দয়াবান আল্লাহ তায়ালা তার চেয়ে বান্দাদের প্রতি আরো বেশি দয়াবান।'"

[সহীহ আল-বুখারী (৫৬৫৩) ও সহীহ মুসলিম (৬৯২১)]

লক্ষণগুলো যখন খারাপ আকার ধারণ করবে

আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা রাখতে যেসব বিষয় শক্তি যোগায়

৬। কেয়ামতের দিনে আল্লাহ তায়ালার দয়া

নবী করীম (ﷺ) বলেন: " আল্লাহর দয়ার একশ অংশ রয়েছে, যার মধ্যে তিনি জ্বিন, মানবজাতি, প্রাণী ও পোকামাকড়ের মধ্যে একটি অংশ অবতীর্ণ করেছেন, যার মাধ্যমে তারা পরস্পরের প্রতি দয়াবান ও করুণাময়, এবং যার মাধ্যমে বন্য প্রাণী তাদের বংশের প্রতি সদয় হয়। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়াবান হওয়ার জন্য বাকি নব্বইটি অংশ নিজের কাছে রেখেছেন।"

[সহীহ মুসলিম (৬৯০৮)]

৭। জান্নাতে ...

নবী করীম (ﷺ) আমাদেরকে অবহিত করেছেন: “একজন আহ্বানকারী ডাকবে (জান্নাতীদের কাছে)‘ আপনারা সুস্থ থাকবেন এবং কখনও অসুস্থ হবেন না; আপনারা বাঁচবেন এবং কখনও মরবেন না; আপনারা যুবক থাকবেন এবং কখনও বৃদ্ধ হবেন না; আপনারা আনন্দ অনুভব করবেন এবং কখনই দুঃখ বোধ করবেন না ”

[সহীহ মুসলিম (২৮২৭)]

৮। যদি তাওবার করার পরেও ভয় হয়...

নবী করীম (ﷺ) এক যুবকের কাছে এলেন, সে তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিল, তাকে বললেন: তুমি নিজেকে কেমন পেয়েছো? সে বলল: আমি আল্লাহর প্রতি আশাবাদী কিন্তু আমি আমার গুনাহের জন্য ভয় পাচ্ছি। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন: "এই দুটি অনুভূতি (ভয় এবং আশা) এই পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তির হৃদয়ে সহাবস্থান করে না, তবে আল্লাহ তাকে যা আশা করেন তা দেবেন এবং যা ভয় করেন তা থেকে তাকে রক্ষা করবেন।"

[আত-তিরমিযি (৯৮৩) ও আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব (৪/২১৪) গ্রন্থে আল মুনযিরি এটিকে সহীহ বলেছেন]

হাসপাতালে থাকাবস্থায়

হাসপাতালে থাকাবস্থায় করণীয়

- ধৈর্য ধারণ করুন
- আল্লাহ সম্পর্কে ভাল ধারণা জ্ঞাপন করুন
- মাগফিরাত কামনা করতে থাকুন
- দৈনিক ৫ ওয়াক্ত নামাজকে প্রাধান্য দিন
- বেশি বেশি দোয়া করুন

রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করলে...

আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন

শুকরানার সিজদা দিন (সুজুদ আশ-শুকর)

আত্মতুষ্ট হয়ে পড়বেন না বরং দোয়া করতে থাকুন

যদি উন্নতি না হয়, ধৈর্য ধরে থাকুন, এই পৃষ্ঠার শীর্ষে বর্ণিত পরামর্শ অনুসরণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন এবং পরিস্থিতি সংকটজনক হওয়ার সম্ভাবনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করুন।

সঙ্কটাপূর্ণ মুহূর্তে

একাকী সময়ে

মনে রাখতে হবে, মুসলিমরা কখনও একাকী থাকে না। ঈমানদার ব্যক্তির এই পৃথিবী ত্যাগ করার আগ পর্যন্ত দুজন ফেরেশতা (একজন সামনে আর একজন পেছনে) তার নিরাপত্তার জন্য নিযুক্ত থাকে।

[তাফসির ইবনে কাসির (৮/১১৫)]

নবী করীম (ﷺ) ইরশাদ করেন: মৃত্যুর সময়, ফেরেশতাদের একটি বড় দল জান্নাত থেকে একটি সুগন্ধি এবং একটি সুন্দর সাদা চাদর নিয়ে আসেন। রুহ গ্রহণকারী ফেরেশতা ঈমানদার ব্যক্তির মাথার কাছে বসে বলেন, 'হে ভাল রুহ! আল্লাহ ও তাঁর সন্তুষ্টির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।' অতপর রুহ অত্যন্ত শান্তির সাথে বেরিয়ে আসে; ফেরেশতারা তখন রুহ গ্রহণকারী ফেরেশতার কাছ থেকে রুহটিকে নিয়ে জান্নাতী চাদরের মধ্যে রাখেন এবং জান্নাতের সুগন্ধি তাতে দিয়ে দেয়। অতপর তারা রুহটিকে নিয়ে আকাশে আরোহন করেন। আকাশে, রুহ তাদের ধার্মিক পরিবারের সদস্যদের সাথে পুনর্মিলিত হয়; যারা তাদের আগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

[সহীহ ইবনে হিব্বান ও আল ফাতওয়া (৫/৪৪৯) গ্রন্থে ইবনে তাইমিয়া এটিকে সহীহ বলেছেন এবং শুয়াবুল ঈমান (১/৩০০) গ্রন্থে আল-বাইহাকি উল্লেখ করেন ও সহীহ বলেছেন]

হাসপাতালে থাকাবস্থায়
"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর গুরুত্ব

নবী করীম (ﷺ) ইরশাদ করেন:

(لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)

"মৃত্যুশয্যায় থাকা ব্যক্তিকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ার উপদেশ দাও।"

[সহীহ মুসলিম (৯১৬)]]

ইহকাল ত্যাগ করার পূর্বে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ার সুফল

যদি কোন ঈমানদার ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বে

সর্বশেষ কথা লাইলাহা ইল্লাল্লাহ হয় এবং সে এটি বলার সময় তার কৃত সকল গুনাহ থেকে তাওবা করার ইচ্ছা করে থাকে, তবে আশা করা যায় যে, তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। এটি হবে তার জীবনের মহৎ সমাপ্তি, সে যাবতীয় শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে এবং সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করবে। যদিও, এর জন্য শর্ত হল, তিনি যেন সৃষ্টিকুলের হকগুলো আদায় করেছেন।

[আন-নববীর শহর মুসলিম (১/২২০)] ও [ফাতহুল বারি (৩/১১০) & (১০/২৮৩)]

আপনাকে কি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বারবার পড়তে হবে?

আন-নববী বলেন:

তারা (ওলামাগণ) বলেছেন: "সে ব্যক্তি যদি একবার বলে ফেলে, তাকে আবার স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই যতক্ষণ না সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরে অন্য কোন কথা বলে, যদি অন্য কথা বলে ফেলে, তবে তাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যাতে করে এটিই তার বলা শেষ কথা হয়।"

[আন-নববীর শরহ মুসলিম (৬/২১৯)]

যখন 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক মৃত্যুশয্যায় ছিলেন, এক ব্যক্তি তাকে তাড়া দিচ্ছিলেন: '"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"' বলার জন্যে। লোকটি জোর করতে থাকলে এক পর্যায়ে তিনি বিস্মিত হয়ে উঠলেন। অতপর ইবনুল মুবারাক বললেন: আপনি যা করছেন সেটি ভাল কাজ নয়, আমার ভয় হচ্ছে (যদি আমি আপনাকে উপদেশ না দিই), আমার পরে অন্য কোন মুসলিমকেও হয়ত বিরক্ত করবেন। যখন আপনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং আমি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে উত্তর দিলাম অতপর আমি অন্য কিছু বলিনি, তখন আর আমাকে এটি বলার জন্য তাড়া দিবেন না। তবে যদি আমি এর পর অন্য কোন কথা বলি, তখন আমাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিন, যাতে করে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আমার সর্বশেষ কথা হয়।"

[সিয়ারু আলামিন নুবালা (৮/৪১৮)]

মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত

খবর শোনার পর প্রথম যা যা করতে হবে

১। ধৈর্য্য ধারণ করুন

নবী করীম ﷺ বলেছেন:

إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى

"(সত্যিকার) ধৈর্য তো বিপদের প্রাথমিক অবস্থাতেই ধারণ করতে হয়।"

[সহীহ আল-বুখারী (১২৮৩) এবং সহীহ মুসলিম (৯২৬)]

ইবনে হাজার বলেন এই কথাটির অর্থ হল:

“আতঙ্ক ও অধৈর্য্যতায় ডুবে যাওয়ার সময় কেউ যদি কোনও বিপর্যয়ের শুরুতে ধৈর্য দেখাতে সক্ষম হয়, তবে এটি একটি নিখুঁত ধৈর্য যা পুরষ্কারের দিকে নিয়ে যায় "

[ফাতহুল বারি (৩/১৪৯)]

একজন প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদ শোনার পর আল্লাহর প্রতি অসন্তোষ হওয়া উচিত নয়। একজন ব্যক্তির যা করা উচিত নয়:

- আল্লাহর কিংবা তার সিদ্ধান্তের প্রতি অসন্তুষ্ট বা ক্ষোভ রাখা
- মুখে অসন্তুষ্টির প্রকাশ করা, যেমন বিলাপ কিংবা পরিস্থিতিকে দোষারোপ করা
- কর্মের মাধ্যমে শারীরিকভাবে অসন্তুষ্টির প্রকাশ করা, যেমন নিজ গালে চপেটাঘাত করা, পোষাক ছিড়ে ফেলা অথবা চুল উপড়ে ফেলা

বরং ধৈর্য্য ধারণ করা উচিত:

- কোনও ব্যক্তি এটিকে একটি দুর্যোগের বোঝা এবং এটিকে অপছন্দ করতে পারে বলে মনে হতে পারে তবে তারা ধৈর্য ও অধ্যবসায় এটি সহ্য করে।
- তারা কষ্টের মধ্যে যা যা করছে তা তারা অপছন্দ করতে পারে তবে তাদের বিশ্বাস তাদের অসন্তুষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে।

মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত
খবর শোনার পর প্রথম যা যা করতে হবে

২। নীচের দোয়া পড়তে হবে

মৃত্যুর পর পড়ার দোয়া

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيْبَتِي وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন । আল্লাহুম্মা আজুরনী ফী মুসীবাতী ওয়া আখলিফলী খাইরান মিনহা

নিশ্চয় আমরা আল্লাহর এবং আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করব। হে আল্লাহ, আমার দুর্দশার জন্য আমাকে প্রতিদান দিন এবং আমার জন্য এটিই উত্তমরূপে প্রতিস্থাপন করুন।

উম্মে সালামাহ শুনেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :"মুসলমানের সাথে যা হয় তার জন্য কোনও কষ্ট নেই এবং তিনি [উপরের প্রার্থনা]
এই বলে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন যে আল্লাহ তাকে এর চেয়ে ভাল কিছু দিয়ে ক্ষতিপূরণ দেবেন।"

[সহিহ মুসলিম (৯১৮)]

মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া

পুরুষ জন্য,তেলোওয়াতঃ

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِ [নাম উল্লেখ করুন]

وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ، وَاخْلُفْهُ فِيْ عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِيْنَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ

আল্লাহুমাঘ-ফির লি- (নাম উল্লেখ করুন) - ওয়ারফা' দারাজাতাহু ফিল-মাহদিইন, ওয়াখলুফহু ফি‘ আকিবিহি ফিল-গাবিরিন, ওয়াগফির লানা ওয়া লাহু ইয়া রাব্বাল ‘আলামীন ওয়াফসাহ লাহু ফি কাবরীহ, ওয়া নাওইর লাহু ফীহ।

মহিলার জন্য,তেলোওয়াতঃ

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِ [নাম উল্লেখ করুন]

وَارْفَعْ دَرَجَتَهَا فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهَا فِي عَقِبِهَا فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهَا فِي قَبْرِهَا، وَنَوِّرْ لَهَا فِيهِ

আল্লাহুমাঘ-ফির লি- (নাম উল্লেখ করুন) - ওয়ারফা' দারাজাতাহা ফিল-মাহদিইন, ওয়াখলুফহা ফি‘ আকিবিহা ফিল-গাবিরিন, ওয়াগফির লানা ওয়া লাহা ইয়া রাব্বাল ‘আলামীন ওয়াফসাহ লাহা ফি কাবরীহা, ওয়া নাওইর লাহা ফীহ।

"হে আল্লাহ! সর্বোচ্চ ক্ষমা করুন; সঠিক পথপ্রাপ্তদের মধ্যে তাঁর অবস্থান বাড়িয়ে দিন এবং তাঁর পরিবারকে যা তিনি রেখে গেছেন তার প্রতি সদ্বয় হোন। হে বিশ্বজগতের পালনকর্তা! তাকে এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, তাঁর কবরকে প্রশস্ত করুন, এবং তার জন্য একে আলোকময় করুণ। "

[ছহীহ মুসলিম (৯২০)]

মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত
খবর শোনার পর প্রথম যা যা করতে হবে

৩। তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন

মাতা-পিতা এবং অন্যান্যদের জন্যও মাগফিরাত কামনা করুন

নবী করীম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন: "জান্নাতে কোন ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করা হলে সে বলবে: "এটি কি করে হলো?" তখন তাদেরকে বলা হবে: "আপনার সন্তানদের পক্ষ থেকে, তারা আপনার জন্য মাগফিরাত কামনা করেছে।"

[ইবনে মাযাহ (৩৬৬০) এবং ইবনে কাসীর তার তাফসীরে সত্যায়ন করেছেন (৭/৪০৯)]

যদি নিজেকে দোষী মনে করেন যে তাদের প্রতি আপনার অবহেলা ছিল

ইবনে তাইমিয়া বলেনঃ
"কোন বান্দার যখন তাদের পরিবারের সদস্য, সন্তান, প্রতিবেশী বা ভাই-বোনদের প্রতি সম্মান কমে যায়, তখন তার উচিত তাদের জন্য দোয়া এবং মাগফিরাত কামনা করা।"

[মাজমু আল-ফাতওয়া (১১/৬৯৮)]]

৪। তাদের পক্ষ থেকে দান-সাদকা করুন

ওলামাগণ এ ব্যাপারে একমত যে, দান-সাদকা দ্বারা মৃতব্যক্তি উপকৃত হয়।

[আন নববীর শরহ মুসলিম (৪/৭০)]

এমন একটি খাতে দান করা উত্তম যেখানে তাদের জন্য পরবর্তী দান-সাদকাগুলোও কাজে লাগানো যায়। ভবিষ্যত দানের খাত হতে পারে, মাসজিদ, নলকূপ, পানির পাম্প, ইত্যাদি। আপনি চাইলে বন্ধু-বান্ধব এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যের কাছ থেকে দানের টাকা সংগ্রহ করার জন্য একটি অনলাইন পেজ তৈরি করতে পারেন। দান বেশি হলে আপনার পক্ষে সেটি করা সহজ হবে।

মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত
ক্ষতি মানিয়ে নিতে অন্যদেরকে সাহায্য করা

১। সমবেদনা জানানো এবং তাদেরকে আশ্বাস দিন

- সামাজিক দূরত্ব এখানেও মেনে চলতে হবে সেটি নিশ্চিত করা

২। মৃতব্যক্তির জন্য দোয়া করুন

৩। এই কঠিন সময়ে তাদের পাশে থাকুন

- আপনি তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে, দাফন-কাফনের কাজে, কোথাও বার্তা পাঠাতে সাহায্যের দরকার হলে সহযোগিতা করতে পারেন।
- তাদের খোঁজ খবর রেখে এবং সান্ত্বনা দিয়ে মানবিকভাবে সহযোগিতা করতে পারেন।

৪। তাদের পক্ষ থেকে দান করুন

[আন-নববীর শরহ মুসলিম (৪/৭০)]

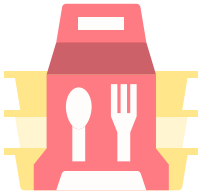

৫। তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করুন

- এটি এমন সময় করুন যখন তাদের জন্য সুবিধাজনক
- মৃতব্যক্তির বাড়িতে খাবার দেয়ার ব্যাপারে নবী করীম (ﷺ) অনুপ্রাণিত করেছেন।

[আত-তিরমিযি (৯৯৮) এবং তিনিই সত্যায়ন করেছেন]

কাফন-দাফন এর প্রক্রিয়া

ইবনে কুদামা বলেছেন:

"হত্যা করা হয়নি এমন শহীদ ছাড়া যারা পেটের পীড়া,মহামারী,পানিতে ডুবে, দেয়াল ধ্বসে মারা গেছে এবং সন্তান জন্ম দেয়ার সময় যে মহিলা মারা গেছে তাদের গোসল এবং জানাযার নামাজ আদায় করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমরা কোন ওলামাদের মতবিরোধ দেখিনি..."

[আল-মুগনি (২/২০৪)]

মৃতব্যক্তির গোসল*

- গোসলের সর্বনিম্ন শর্ত হল পানি যেন শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গে পৌছে যায়।

  [আল-মাবসুত (২/২২৯), আল-ফাওয়াকিহ আদ-দাসানি (২/৬৬৮), তুহফাতুল মুহতাজ (৩/৯৮) ও কাশাল আল-কিনা (২/৯৩)]

- গোসল দেয়ার সময় যদি মানুষের মধ্যে রোগ ছড়ানোর ভয় হয়, তবে সঠিক নিরাপত্তা সামগ্রী পরিধান করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।
- কোন ভাবে গোসল দিতে না পারলে, অবশ্যই তায়াম্মুম করাতে হবে।

কাফন*

- কাফনের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন শর্ত হল, এমন একটি কাপড় হতে হবে যা দিয়ে পুরো শরীর ঢাকা যায়।

  [সহীহ আল-বুখারী (৪০৪৭), সহীহ মুসলিম (৯৪০), হাশিয়া ইবনে আবেদিন (৩/৯৮); মাওয়াহিব আল-জালিল (২/২৬৬); ও আল-মুগনি (৩/৩৮৬)]

- যদি পর্যাপ্ত কাপড় পাওয়া না যায়, তবে শরীরের যতদূর ঢাকা সম্ভব ঢেকে দিবে, সতর যেন ঢাকা হয় সেটি নিশ্চিত করতে হবে।

*উল্লেখ্য যে, গোসল দেয়া এবং কাফন পড়ানোর পদ্ধতি স্থানীয় কাফন-দাফন সেবার উপর নির্ভর করতে পারে। ধর্মীয় অধিকার সঠিকভাবে চালিয়ে যাওয়ার সময় দয়া করে নিরাপত্তাগত দিকনির্দেশনা মেনে চলুন।

কাফন-দাফন পদ্ধতি

জানাযার নামাজ

জানাযার নামাজ কীভাবে আদায় করবেন

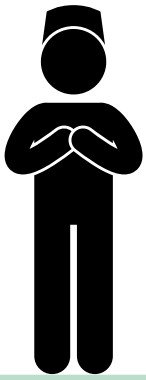

১. দাঁড়িয়ে বলুন "আল্লাহু আকবার"
২. অতপর সুরা ফাতিহা অথবা ছানা পাঠ করুন
৩. অতপর বলুন "আল্লাহু আকবার"
৪. অতপর দুরুদ (আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ)
৫. অতপর বলুন "আল্লাহু আকবার" তৃতীয়বার
৬. অতপর নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করুন:

পুরুষের জন্যঃ

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ عَذَابِ النَّارِ

আল্লাহুম্মাগ ফির লাহু ওয়ার হাম, ওয়া 'আফিহি ওয়াফু 'আনহ, ওয়া আকরিম নুজুলাহ, ওয়া ওয়াস'সী 'মুদখালাহ, ওয়াগসিলহু বিলমাআই ওয়া ছালজি ওয়ালবারাদ, ওয়া নাক্কিহী মিনাল খাতাইয়া কামা নাক্কায়াতা-ছাওবাল-আবিয়াদা মিনাদ-দানাস , ওয়া 'আবদিহু দারান খায়রান মিন' দারিহ, ওয়া আহলান খায়রান মিন 'আহলিহ, ওয়া যাওজান খাইরান মিন যাওজিহ ওয়া আদখিলহুল-জান্নাহ, ওয়া আ'ইযহু মিন 'আযাবিল-কাবরি ওয়া 'আযাবিন-নাআর।

[সহিহ মুসলিম (৯৬৩)]

নারীর জন্যঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا ، وَعَافِهَا وَاعْفُ عَنْهَا،وَأَكْرِمْ نُزُلَهَا، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهَا، وَاغْسِلْهَا بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهَا مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ ، وَأَبْدِلْهَا دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهَا ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهَا، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهَا، وَأَدْخِلْهَا الْجَنَّةَ ، وَأَعِذْهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ

আল্লাহুম্মাগ ফির লাহা ওয়ার হামহা, ওয়া 'আফিহা ওয়াফু 'আনহা, ওয়া আকরিম নুজুলাহা, ওয়া ওয়াস'সী মুদখালাহা, ওয়াগসিলহা বিলমাআই ওয়া ছালজি ওয়ালবারাদ, ওয়া নাক্কিহা মিনাল খাতাইয়া কামা নাক্কায়াতা-ছাওবাল-আবিয়াদা মিনাদ-দানাস , ওয়া 'অবদিহা দারান খায়রান মিন দারিহা, ওয়া 'আহলান খায়রান মিন 'আহলিহা, ওয়া যাওজান খাইরান মিন জাওজিহা, ওয়া আদখিলহাল-জান্নাহ, ওয়া-আ'ইযহা মিন' আযাবিল-কাবরী ওয়া 'আযাবিন-নাআর।

[সহিহ মুসলিম (৯৬৩)]

কাফন-দাফন পদ্ধতি

জানাযার নামাজ

জানাযার দোয়া তরজমা

"হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন এবং তার উপর দয়া করুন, তাকে শক্তি দিন এবং মার্জনা করুন। তার প্রতি উদার হোন এবং তার প্রবেশদারকে প্রসস্ত করুন এবং তাকে পানি, তুষার এবং শীলা দিয়ে ধৌত করুন। তার ভুল-ত্রুটি এমনভাবে পরিষ্কার করে দিন যেমন সাদা কাপড় থেকে দাগ পরিষ্কার করা হয়। তার ঘর থেকে উত্তম বাসস্থান তাকে দিন, তার পরিবারের চেয়ে উত্তম পরিবার এবং তার স্বামী/স্ত্রীর চেয়ে উত্তর স্বামী/স্ত্রী দিন। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান এবং কবরের আযাব থেকে তাকে রক্ষা করুন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।"

[সহীহ মুসলিম (৯৬৩)]

৭. তারপর বলুন "আল্লাহু আকবার" চতুর্থবার

[মুসনাদ আশ-শাফঈ (৫৮৮) ও সুনান আল-কুবরা (৪/৩৯) গ্রন্থে আল-বাইহাকি কর্তৃক সত্যায়িত]

৮. অতপর বলুন "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" নামাজ শেষ করার জন্য একবার ডানে এবং একবার বামে।

জানাযার নামাজ সম্পর্কে আরো কিছু কথা

- জানাযার নামায কবরস্থানেও আদায় করা যায়।
- কমপক্ষে একজন মুসলিম ব্যক্তি হলেই জানাযার নামাজ আদায় করা যায়। [ফাতহুল মুনইম (৪/২৪৩)]
- নামাজ আদায় করার সময় মাস্ক পরা যায়।
- মহামারীর সময় মুসল্লিদের মাঝখানে গ্যাপ / খালি রাখা বৈধ।
- একটি হাদিসে আছে: যদি ৪০ জন মানুষ (যে আল্লাহর সাথে শরীক করে না) জানাযায় উস্থিত হয়, তবে মৃতব্যক্তির জন্য তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। [সহীহ মুসলিম (৯৪৮)]
- তবুও, আইনী বাধ্যবাধকতার কারণে যদি ৪০ জন মানুষ উপস্থিত হওয়া সম্ভব না হয়, তবে আশা করা যায় অনুমোদিত সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতেও সেই পূণ্য অর্জন করা যাবে।
- কোয়ারেন্টিন কিংবা অন্য কোন বাধা নিষেধের কারণে যদি জানাযার নামাজে মৃতব্যক্তিকে উপস্থিত করা সম্ভব না হয়, এবং কেউই জানাযার নামাজ আদায় করতে না পারে, তবে প্রথম-শ্রেণির বহু ওলামা মৃতব্যক্তির অনুপস্থিতিতেও গায়বানা জানাযার নামাজ আদায় করার অনুমতি দেন।. [সহীহ আল-বুখারী (৩৮৭৭) ও সহীহ মুসলিম (৯৫২)]

কাফন-দাফন পদ্ধতি

দাফন

- ইসলামের দৃষ্টিতে, মৃতব্যক্তির দাফনের জন্য সর্বনিম্ন মানুষের কোন শর্ত নেই। দাফন সম্পাদন হয়ে গেলেই দায়িত্ব পালিত হয়ে যাবে।
  [আল-ইজমা, লেখক, ইবনে আল-মুনদজির (পৃষ্ঠা ৫২)]]
- প্রয়োজনের তাগিদে, একই কবরে বহু মানুষ দাফন করা বৈধ। নবী করীম (ﷺ) প্রয়োজন বশত এমনটি করেছেন, এর বহু উদাহরণ রয়েছে। তাই যদি কবরস্থানে এমনটি হতে দেখেন মনে করবেন এটি বৈধ।
  [আন-নববির আল-মাজমু (৫/২৪৭) ও সহীহ আল-বুখারী (১৫৪৩)]
- ওলামাগণের ঐক্যমতের ভিত্তিতে কফিনের মধ্যে মৃতব্যক্তিকে দাফন করা মাকরুহ। তবুও একান্ত প্রয়োজনে এটি করা যাবে।
  [মুগনি আল-মুহতাজ (১/৫৩৯)]
- কবরে মৃতব্যক্তিকে তার ডান কাতে কিবলামুখী করে রাখতে হবে।
  [ইবনে হামজ রচিত আল-মুহালা (৫/১৭৩)]

দাফনের পরে

- নবী করীম (ﷺ) বলেছেন: "তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং আল্লাহর কাছে তার অবিচলতার (দুই ফেরেশতার প্রশ্নের জবাবে) দোয়া কর কারণ তাকে এখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।“
  [আবু দাউদ (৩২২১) ও আর-মাজমু (৫/২৯১) গ্রন্থে আন-নববি সত্যায়ন করেছেন]
- আত-তিরমিযি বলেছেন: "জানাযার নামাজ আদায় করা এবং দাফনের পর মৃতের জন্য দোয়া করা তাদেরকে সাহায্য করার নামান্তর। কারন একদল মুসলিমের জানাযার নামাজ আদায় করা, যোদ্ধাদের রাজার দরবারে পাঠানো আর রাজার দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের পক্ষে সুপারিশ করার মত। অতপর তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা, অবিচল থাকার প্রার্থনা করা; এটি যেন যোদ্ধাদেরকে আরো বেশি সাহায্য করার মত, যেহেতু এই সময় মৃতব্যক্তিকে অধিগ্রহণ করা হয় এবং সে তখন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি এবং ফেরেশতাদের প্রশ্নের সম্মুখিন হয়ে আছে।"
  [ইবন আল-কাসিম রচিত হাশিয়া আর-রাওদ (৩/১২৪])

দাফনের পর

কবরস্থান জিয়ারত করা

কবস্থান জিয়ারতের জন্য নবী করীম (ﷺ) এর দোয়া

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

আসসালামু 'আলাইকুম আহলাদ দিয়ারি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমিন, ওয়া ইন্না ইংশা আল্লাহু বিকুম লা লাহিকুন, ওয়া ইয়ারহামুল্লাহুল মোস্তাকদিমিনা মিন্না ওয়াল মুস্তা'খিরিন, আসআলুল্লাহা লানা ওলা কুমুল 'আফিয়াহ

আসসালামু আলাইকুম, হে কবরবাসী ঈমানদার এবং মুসলিম! আমরা অবশ্যই অচিরেই আপনাদের সাথে মিলিত হব যদি আল্লাহ চান। আল্লাহ যেন তাদের উপর দয়া করেন যারা অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং যারা ভবিষ্যতে এখানে আসবে। আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে কল্যাণ এবং নিরাপত্তা কামনা করছি।

[সহীহ মুসলিম (৯৭৪) & (৯৭৫)]]

এখানে "আসসালামু আলাইকুম" বলে এই কবরবাসির শাস্তি থেকে নিরাপত্তার কথা বুঝানো হয়েছে, যেহেতু কবরে ছোট আকারে হলেও শাস্তি পেতে হতে পারে। তাই যখন আপনি আল্লাহর কাছে তার জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করবেন, তাকে নিরাপত্তা দেয়া হবে।

[শারহ আল মুমতি (৫/২৫৯)]

শেষ কথা

শেষ পর্যন্ত পড়ার জন্য জাযাকুমুল্লাহু খাইরান। আমরা দোয়া করি, যেন এই পুস্তিকার লেখাগুলো আপনার এবং আপনার প্রিয়জনদের জন্য উপকারী হয়। এই বুকলেটের কোন লেখা/তথ্য সম্পর্কে যদি আপনার কোন মন্তব্য, সংশোধনী কিংবা প্রশ্ন থাকে, তবে আমাদেরকে ইমেইল করুন info@spiritualantidote.com । আমরা আপনার কথা শুনে খুশি হব। আমরা দোয়া করি যে, এসময়ে আল্লাহ আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে নিরাপদে রাখুন। যারা মৃত্যুবরণ করেছেন আল্লাহ যেন তাদের উপর রহম/দয়া করেন এবং তাদেকে জান্নাতে প্রবেশ করান। তিনি যেন আমাদের সমস্ত ভুলত্রুটি ক্ষমা করেন এবং এই পরীক্ষার মাধ্যমে যেন আমরা আল্লাহর ঘনিষ্ঠতা এবং সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। আমীন।